দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15 JAN 85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1 ...

008

ভর্তি কান্ড

প্রত্যেক বছরের গোড়াতেই ভর্তি নিয়ে একটা তান্ডব হয় এদেশে। কিছু শিক্ষার্থী স্কুলে ভর্তি হতে চায়। কারো শিক্ষাঙ্গনে নতুন পদার্পণ, কেউবা পুরোনো প্রতিষ্ঠান ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ভাল কোন স্কুলে ভর্তি হতে চায়। গোলমাল বাধে সাধারণত এই শেষোক্তদের নিয়ে। ভালো স্কুলে সবাই পড়তে চায়, কিন্তু ভালো স্কুলের সংখ্যা সীমিত। সীমিত কয়েকটি ভালো স্কুলে ভর্তি হওয়া নিয়েই তাই প্রতিযোগিতা। তান্ডব সেজন্যেই।

১৯৮৪ সালের ওই মোক্ষম সময়ের দিন-তারিখ ঘোষিত হয়েছে ৯ ও ১০ই জানুয়ারী। বেসরকারী স্কুলগুলির ভর্তিপরীক্ষা হবে ৯ই জানুয়ারী, আর সরকারী স্কুলগুলির ১০ই। অনেকে হয়ত দুই জায়গাতেই চেষ্টা করে দেখবে। লটারীর মত ভাগ্য যদি কোথাও লেগে যায়। শুধু যোগ্যতার ওপর আস্থাশীল হয়ে চুপচাপ বসে থাকে তো এখানে নির্বোধরা। ভর্তিপরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি তো আছেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো অনেক ব্যাপার আছে। কমসংখ্যক ভালো স্কুলের দুর্লভ কয়েকটি সিটের একটিতে অধিকার কায়েম করতে চাইলে সোজাপথের চেয়ে বাঁকাপথ বেশী সুবিধাজনক এ সত্য প্রায় সবাই জেনে ফেলেছে। তবে বাঁকাপথের ঠিকানা সবার জানা নেই।

অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয় ঠিকই। অল্প কয়েকটি স্কুলের স্বল্পসংখ্যক সিটের জন্যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী যখন প্রার্থী হয়, তখন দুর্নীতির পথ আপনিই উন্মুক্ত হবে। ভালো স্কুলে পড়তে চাওয়াও অপরাধ নয়। সব স্কুল থেকে পাস করলে সমান কদর পাওয়া যায় এমন যদি হত, তাহলে এক কথা ছিল। কিন্তু সে তো নয়। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময়, এমন কি, চাকরিক্ষেত্রেও ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার একটা প্রভাব থাকে। সবচেয়ে বড় কথা শিক্ষা। ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ভালো হয়। এবং ভালো শিক্ষাতো আমাদের কাম্য হবার কথা।

কিন্তু, তাহলে ভালো স্কুলের সংখ্যা কম কেন? তার অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে আমরা নিচুমানের শিক্ষাই আমাদের দেশের জন্যে গ্রহণযোগ্য মনে করছি? নিশ্চয় না। কিন্তু নাহলে আমরা বলতে বাধ্য হব আমাদের উদ্দেশ্য এবং কাজে ফারাক আছে। দেশে শিক্ষার মান উন্নত করতে চাইলে ভালো স্কুলের সংখ্যা বাড়াতেই হবে।